গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩০ সংখ্যা | ১১ - ১৭ মার্চ ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান কার্ল মার্কস

স্মরণে

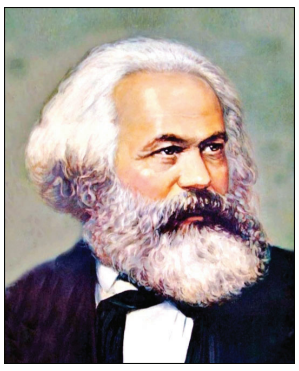

জন্ম ঃ ৫ মে, ১৮১৮
মৃত্যু ঃ ১৪ মার্চ, ১৮৮৩

“আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির শতকরা নব্বই জনের ক্ষেত্রেই তো ব্যক্তিগত মালিকানা ইতিমধ্যেই লোপ করা হয়েছে। অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা আছে শুধু ওই দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে নেই বলে। সুতরাং যে ধরনের মালিকানা বহাল থাকার অপরিহার্য শর্ত সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক মানুষের কোনও সম্পত্তি না থাকা, সেই মালিকী ব্যবস্থা আমরা তুলে দিতে চাই, আপনাদের উচ্ছেদ চাই, এটাই আমাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির অভিযোগ। ঠিক তাই। আমাদের সংকল্প ঠিক তাই।”

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ১৮৪৮

মহান স্ট্যালিন স্মরণ

৫ মার্চ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের রূপকার মহান স্ট্যালিনের ৭০তম স্মরণদিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। এই দিনটি দলের সব অফিস এবং দেশের নানা শহর ও গঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছবিতে মাল্যদান, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, রচনা থেকে পাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়।

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকার নির্বিকার

জবাব চাইবে ২২ মার্চের মিছিল

৯০ টাকা কেজির সর্ষের তেল কয়েক মাসে পৌঁছেছে ২১০ টাকায়। ৭০ টাকার ডাল ১২০ টাকা। ৪৫০ টাকার গ্যাস ১০০০ টাকা। গরিবের সম্বল কেরোসিন, তাতেও মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা। ওষুধের দামবৃদ্ধি তো সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। পরিবহণের ভাড়া বাড়ছে লাফিয়ে। করোনাকে কেন্দ্র করে টানা লকডাউনের ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। মাইনে কমে গিয়েছে বহু মানুষের। ছোট ব্যবসা ও শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। অসংখ্য সংস্থা বন্ধ। করোনা আক্রমণের আগের হিসেবেই মোদি জমানায় বেকারত্ব ৪৫ বছরের রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধি। এই মূল্যবৃদ্ধি কোনও সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি নয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তা নয়। এই মূল্যবৃদ্ধি সরকারি সহযোগিতায় জনসাধারণের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। বড় কোম্পানিগুলি তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা উশুল করতে প্রতিটি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে অস্বাভাবিক হারে। এই অবস্থায় নাজেহাল মানুষ দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, টাকার অঙ্কে কর্পোরেটদের ব্যবসা আগের বছরের

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে চলছে জোরদার প্রচার। ছবি বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

রান্নার গ্যাসে ভর্তুকির নামে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতারণা

মোদি সরকারের অন্যতম বড় প্রতারণা যদি উল্লেখ করতে হয়, তা হলে প্রথমেই মনে পড়ে গ্যাসে ভর্তুকির কথা। রান্নার গ্যাস এখন আধুনিক জীবনের অঙ্গ। শুধু শহর বা মফঃস্বল নয়, গ্রামেও। এই রান্নার গ্যাসকেই ক্রমাগত দুর্মূল্য করে তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৪০ টাকা কেজি সবজি, ৫০ টাকা কেজি চাল এবং ১২০ টাকা কেজি ডাল রান্না করে খেতেও প্রায় হাজার টাকা সিলিন্ডার গ্যাস কিনতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। গ্যাসের দাম এখন খাতায়-কলমে ৯২৬ টাকা। গৃহস্থকে দিতে হয় ৯৫০ টাকা (গ্যাস-কর্মচারীর বকশিশ, উপরের তলায় তোলা মিলিয়ে প্রায় হাজার টাকা)।

ক্ষমতায় বসে মোদি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, গ্যাসের দাম বাড়ানো হবে না। বাড়লেও গৃহস্থ যে বাড়তি টাকা দিয়ে গ্যাস কিনবেন তা ভর্তুকি হিসাবে ফেরত দেওয়া হবে। এর জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে আধার লিঙ্ক বাধ্যতামূলক করেছিল সরকার। মানুষ দৌড়ঝাঁপ করে তা করল। কিন্তু কী ভর্তুকি সরকার দিচ্ছে? ভর্তুকি কমাতে কমাতে নেমে এসেছে মাত্র ১৯ টাকায়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

যুদ্ধবিরোধী মিছিল জয়নগরে

মহান লেনিন-স্ট্যালিনের হাতে গড়া সমাজতন্ত্রের পথ ছেড়ে সোভিয়েত রাশিয়া আজ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে ইউক্রেনের উপর বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ৫ মার্চ স্ট্যালিন প্রয়াণ দিবসে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ মিছিল জয়নগর মজিলপুরে শিবনাথ শাস্ত্রী ভবন (টাউন হল)-এর সামনে থেকে শুরু হয়ে সৃজনী ক্লাব ময়দানে শেষ হয়। নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দ কুণ্ডু, সুজাতা ব্যানার্জী, তরুণকান্তি নস্কর, রাজ্য কমিটির সদস্য মাদার নস্কর, নন্দ পাত্র, জয়কৃষ্ণ হালদার সহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ। ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে বিশ্ব জুড়ে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান করা হয়।

জবাব চাইবে ২২ মার্চের মিছিল

একের পাতার পর

থেকে বেড়েছে। ফলে সরকারের জিএসটি আদায়ও বেড়েছে। কিন্তু বিক্রি কমেছে।

এই যে ইচ্ছামতো দামবৃদ্ধি, এখানে কোনও সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। যেন দেশে কোনও সরকারই নেই বা সরকারের এ ব্যাপারে কোনও দায়িত্ব নেই। দেশের সাধারণ মানুষ যে ক্রমাগত দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, তাদের পাশে দাঁড়ানো যেন সরকারের দায়িত্ব নয়। তাই হয়-কথায় নয়-কথায় তাদের রেশন বন্ধ হয়ে যায়, কেরোসিনের দাম বাড়ানো হয়, বরাদ্দ কমানো হয়, গ্যাসের দাম যথেচ্ছ বাড়ানো হয়। অর্থনীতিবিদরা মানুষের হাতে নগদ অর্থ দিতে বললে সরকার শুনতে না পাওয়ার ভান করে। কিন্তু মানুষের আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আর পিছনোর কোনও জায়গা নেই। ঘুরে দাঁড়ানোই এখন বাঁচার একমাত্র রাস্তা। আর সেই ঘুরে দাঁড়াতেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে ২২ মার্চ কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে ডাক দেওয়া হয়েছে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের। পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়, প্রতিকারের দাবি তুলুন, আহ্বান জানিয়েছে দল। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ২৮-২৯ মার্চ দুদিনের যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি) তাকে সফল করে তুলতে সর্বাত্মক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী সকলেই দেশের মানুষকে প্রায়ই শোনাচ্ছেন, কোভিডের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে ফেলেছে ভারত। একই সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধি কেমন দ্রুত হারে ঘটে চলেছে, তার ফিরিস্তি দিচ্ছেন। এ কথা ঠিক যে, দেশে ধনীর, এমনকি শত-কোটিপতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা কী? অবস্থাটা স্পষ্ট জানা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী কিংবা অর্থমন্ত্রী কেউই তা উচ্চারণ করেননি। কেন করেননি? তা হলেই যে ধরা পড়ে যাবে অর্থনীতির আসল হালটা!

"মূল্যবৃদ্ধি রোধ, শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ, দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল, ফসলের ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত, শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নতুন শ্রমকোড বাতিল প্রভৃতি জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে ২২ মার্চ কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল।

এক বেসরকারি সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে দেশের সাধারণ মানুষের বাস্তব আর্থিক অবস্থাটা। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গত অক্টোবর-ডিসেম্বরে যখন উৎসবের মরসুম, তখন ভোগ্যপণ্যের বিক্রি কমেছে ২.৬ শতাংশ। শহরে তা নেমেছে ০.৮ শতাংশ, গ্রামে ৪.৮ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী যখন অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প শোনাচ্ছেন তখন বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, গত ডিসেম্বরে কল-কারখানায় উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) সরাসরি কমে গিয়েছে ০.১ শতাংশ। মূলত সেই কারণেই ওই মাসে শিল্পবৃদ্ধির হারও নীচে নেমে ০.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শুধু ডিসেম্বর নয়, চার মাস ধরে শিল্প বৃদ্ধির হার নাগাড়ে নেমে চলেছে। শিল্পোৎপাদনের বেশির ভাগ অংশ (৭৭ শতাংশের বেশি) জুড়ে রয়েছে কল-কারখানার যে উৎপাদন, তা-ও মুখ থুবড়ে পড়েছে। উৎপাদন শিল্পেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে। সেই ক্ষেত্র জুড়ে এমন মন্দা মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকেও নামিয়ে দেয়। বাস্তবে তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এই সব তথ্যে।

কিন্তু এই তথ্যগুলির তাৎপর্য কী? মানুষের জীবন-মানের সাথে সম্পর্ক কী? বেশির ভাগ মানুষ এ-সব বিচার করে দেখেন না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কিংবা রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলি সকলেই কিছু দিন অন্তর শিল্পায়নের ধুয়ো তোলে। বিজেপি সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়াই হোক বা এ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের শিল্প সম্মেলনই হোক, দেশের জনগণের এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে এ-সব কোনও কিছুই কি সফল হতে পারে? সিপিএমও এক সময় নিয়মিত শিল্পায়নের একই ধুয়ো তুলত। এ-সব যে শুধুমাত্র মানুষের চোখে ধুলো দিতেই, উপরের পরিসংখ্যান তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

তথ্য থেকে স্পষ্ট, বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা আর্থিক বৃদ্ধির যে দাবি ফলাও করে প্রচার করছেন, তার সাথেও দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমানের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং আর্থিক বৃদ্ধি যা ঘটছে তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনমানকে তলানিতে ছুঁড়ে দিয়েই। সম্প্রতি উপদেষ্টা সংস্থা নাইট ফ্র্যাঙ্কের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ২০২০-র তুলনায় ২০২১-এ ভারতে তিন কোটি ডলারের বেশি (প্রায় ২২৬ কোটি টাকা) সম্পদশালী ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে। সম্প্রতি অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার রিপোর্টে জানা গেছে, ধনীতম ১০ শতাংশের হাতে জমা হয়েছে জাতীয় সম্পদের ৪৫ শতাংশ। নিচু তলার ৫০ শতাংশের ভাগে জুটেছে মাত্র ৬ শতাংশ সম্পদ। এই অবস্থায় নাইট ফ্র্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ধনকুবের (তিন কোটি ডলারের বেশি সম্পদশালী) ভারতীয়ের সংখ্যা ২০২১ সালে ২৩১ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫৭ জন। ২০১৬ সালের (১১৯) তুলনায় বৃদ্ধি ১১৫.৫ শতাংশ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ যখন কাজ হারিয়ে, রোজগার হারিয়ে দুবেলা দু-মুঠো খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, তখন পুঁজিপতিদের পুঁজি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অসাম্য আজ আকাশ ছুঁয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বৃদ্ধির সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা উচ্ছ্বসিত, সেই বৃদ্ধি আসলে কাদের ঘটছে!

ক'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন, সরকারের দায়িত্ব হল দেশের শিল্পপতিদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা সরকার নামক প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণিচরিত্র নগ্ন করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ কত সহজেই না বিশ্বাস করে বসেন, সরকার হল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেই দিলেন, তাঁর সরকার শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের জন্যই। এরপরও এই তীব্র ধনবৈষম্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চরম দুর্দশা— এটা কি মোদি শাসনে অনিবার্য ছিল না? দেশ সেবার নামে বাস্তবে পুঁজিবাদী একটি সরকার যে শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণিরই সেবা করে, মার্কসবাদের সেই বুনিয়াদি কথাই কি প্রমাণিত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর কথা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে? মুখে 'সবার বিকাশ'-এর কথা। তা হলে এমন আকাশছোঁয়া বৈষম্য ঘটতে পারছে কী করে, বৈষম্য রোধে কেন সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? তার উত্তর তো প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। এ সব জেনেও যদি মানুষ পুঁজির এই সব সেবকদের মধুমাখা বুলিতে বারবার ভুলতে থাকেন, এই বৈষম্যই তো ক্রমাগত তীব্র হতে থাকবে।

আসলে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি এদেশে কায়েম রয়েছে, তা গড়েই উঠেছে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য। এর নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন সবই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ তথা মুনাফা বাড়িয়ে চলার জন্য। জনগণের জন্য শুধুই পাঁচ বছর অন্তর একবার করে ভোট দেওয়ার অধিকার। তাও প্রায়শই লুঠ হয়ে যায়। পুঁজিপতিদের টাকার থলি, মিডিয়ার প্রচার, আর গুন্ডা মস্তানরা গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করে। তাই শুধু ভোট দিয়ে সরকার বদলে মানুষের এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার বদল হতে পারে না। প্রবল গণআন্দোলনের চাপে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদলই একমাত্র পারে মানুষের দুরবস্থার স্থায়ী বদল আনতে। সেই লক্ষ্যেই আজ গণআন্দোলনগুলি পরিচালিত করতে হবে। এস ইউ সি আই (সি) গণআন্দোলনগুলিকে সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত করছে। আগামী ২২ মার্চ সেই আন্দোলনেরই ডাক দেওয়া হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ, দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল, ফসলের ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত, শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নতুন শ্রমকোড বাতিল প্রভৃতি জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে ২২ মার্চ কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, দেশের বুকে বিজেপি সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বিদ্বেষ-বিভাজন, অন্য দিকে রাজ্যে তৃণমূলের নীতিহীন রাজনীতি, ভোটলুটের উল্লাসে চাপা পড়ে যাচ্ছে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি। ২২-শের মিছিলে গ্রাম-শহর থেকে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে এ সবের জবাব চাইতে আসবে। মানুষ আর পড়ে পড়ে মার খেতে রাজি নয়।

জীবনাবসান

দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কঙ্কণদিঘি লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড ওহাব আলী মোল্লা ১০ জানুয়ারি ভোরে রায়দিঘি হাসপাতালে ৭০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

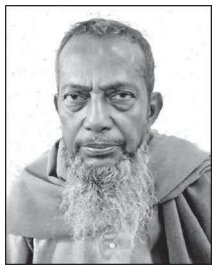

১৯৬০-এর দশকে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে কমরেড রবীন মণ্ডলের নেতৃত্বে জটা কঙ্কনদিঘি এলাকায় গরিব চাষিদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সংস্পর্শে আসেন কমরেড ওহাব আলী মোল্লা। নিজের পরিবার কংগ্রেসী জোতদারদের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও চাষি আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে সাহসী কৃষক নেতায় পরিণত করেন। কঙ্কনদিঘি এলাকায় দলের বিস্তারে লোকাল সম্পাদক ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ও তাঁর কাজের দক্ষতা ও চরিত্রের সততার জন্য এলাকার মানুষের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করেন। জাতি -ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে আপনজন বলে মনে করতেন। তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল, নিজের পরিবারের বা দলের কেউ গুরুতর অন্যায় করলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন ও বুঝিয়ে বলতেন। অঞ্চলের শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রয়াত কমরেড ওহাব আলী মোল্লার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ তাদের একজন অভিভাবককে হারালো। ১৯ ফেব্রুয়ারি জটার হাটে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড ওহাব আলী মোল্লা লাল সেলাম

জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউড়ি অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ কর্মী কমরেড ক্ষুদিরাম বৈরাগী ১৬ ফেব্রুয়ারি নিজেদের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লোকাল সম্পাদক কমরেড বলদেব হালদার সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। প্রয়াত কমরেড ক্ষুদিরাম বৈরাগী ছয়ের দশকে জননেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর বক্তব্য শুনে দলের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এলাকার জোতদারদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি এলাকায় ভূমিহীন খেতমজুর, গরিব জনসাধারণকে আন্দোলনে সামিল করেছেন এবং দলের সংগঠনের দৃঢ় ভিত্তি দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দল পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় থাকল কি না, ভোটে জিতল কি না এসবের পিছনে তিনি ছোটেননি। আমৃত্যু তিনি দলের আদর্শ নিয়েই চলেছেন, যা তাঁর সন্তান সহ বহু গরিব মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একান্ত আপনজন এবং নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল। ২ মার্চ মায়াহাউড়িতে তাঁর বাসভবন সংলগ্ন প্রাইমারি স্কুল মাঠে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

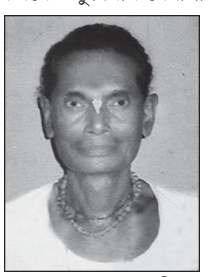

কমরেড ক্ষুদিরাম বৈরাগী লাল সেলাম

শিক্ষা হোক কর্পোরেট লুটের সোনার খনি চায় কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই

মেট্রো রেল থেকে টিভির পর্দা—চোখে না পড়ে উপায় নেই। ঝকঝকে বিজ্ঞাপন—'দুনিয়া যেভাবে পড়ে আজ বাংলার ঘরে ঘরে'। স্মার্টফোন হাতে স্কুল ইউনিফর্ম পরা হাসিমুখ, দিগন্তছোঁয়া সবুজ মাঠ। এক ঝলক দেখলে মনে হয়, আহা কী সুন্দর, দুনিয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-শহরেও কেমন জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠেছে।

কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে শিক্ষা-অ্যাপ টিউটোপিয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর কেটে গেছে প্রায় এক বছর। ওয়েবসাইট খুললেই দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সহ সরকার ঘনিষ্ঠ অনেক বিশিষ্ট জনই আছেন টিউটোপিয়ার শুভাকাঙ্খী লিস্টে। অন্য দিকে আছে বাইজু-বেদান্টু-স্কুল ট্রি। টিভি চ্যানেলে সোসাল মিডিয়ায় তাদের ঢালাও বিজ্ঞাপন। লকডাউনে ঘরে আটকে পড়া পড়ুয়াদের সাহায্য করার জন্য তারা সকলেই নাকি উন্মুখ। এর সাথে রাজ্য সরকারের বাংলার শিক্ষা পোর্টাল, প্রতি মাসে সেখানে আপলোড করা মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক, ফোনে পড়া জেনে নেওয়ার জন্য হেল্পলাইন নম্বর আরও কত কী। অথচ বহু টালবাহানার পর শেষপর্যন্ত যখন স্কুল খুলল, বলা ভাল, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রবল বিক্ষোভ-আন্দোলনের চাপে সরকার খুলতে বাধ্য হল, তখন দেখা যাচ্ছে, 'হাতে রইল পেন্সিল'। একের পর এক সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য এবং স্কুলে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা বলছে, অধিকাংশ পড়ুয়াই পড়াশুনা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আগে যেটুকু শিখেছিল তা-ও সম্পূর্ণ ভুলতে বসেছে একটা বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। ১০ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষার রিপোর্ট। রাজ্যের তিন থেকে ষোলো বছরের ১১ হাজার ১৮৯ জন পড়ুয়ার ওপর করা এই সমীক্ষার ফল বলছে, ২০১৮ থেকে ২০২১— এই তিন বছরের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার মানের শোচনীয় অবনতি হয়েছে। ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত বহু পড়ুয়া অক্ষর চিনতে, পড়তে পারছে না। ক্লাস থ্রি'র অনেকেই ১ থেকে ৯, ১০ থেকে ৯৯ সংখ্যা চিনতে পারেনি। থ্রি, ফাইভ এবং এইটের ছাত্ররা পড়তে পারছে না ক্লাস টু-এর বই, বিয়োগ এবং ভাগ করতে ভুলে গেছে অনেকেই। সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়া পড়ুয়ার সংখ্যা শতাংশের বিচারে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে এই তিন বছরে। ১৭ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে খোদ কলকাতার বুকে কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা, যা একেবারে দুয়ে দুয়ে চারের মতো মিলে যাচ্ছে ওই সমীক্ষার সাথে। দেখা যাচ্ছে, প্রি প্রাইমারির পড়া নতুন করে শেখাতে হচ্ছে ক্লাস টু-কে, এবিসিডি ভুলতে বসেছে অনেকেই। টু, থ্রি'র ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড দেখে বাংলা লিখতে পারছে না। অর্থাৎ, এক কথায়, সরকারি বেসরকারি বিজ্ঞাপনের জৌলুস যতই থাক, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর কোনও কাজে আসেনি স্মার্টফোন নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা। কাজে যে আসবে না, স্কুলের পড়াশুনা থেকে এই দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা যে একটা গোটা প্রজন্মের গড়ে ওঠাকে ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, এমনটা কি অপ্রত্যাশিত ছিল? করোনার প্রকোপ অনেকটা কমে আসার পর চিকিৎসক-বিজ্ঞানী-শিক্ষাবিদরা বারবার স্কুল খুলে দেওয়ার কথা বলেছেন, ঘরবন্দি অবস্থায় স্মার্টফোন কম্পিউটারের অতিরিক্ত ব্যবহারে ছোটদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতির কথা উঠেছে, সমস্ত শিক্ষার্থীদের ভ্যাক্সিন সুনিশ্চিত করার দাবি উঠেছে— কার্যত বধির হয়ে থেকেছে সরকার। যখন সরকার চাইলেই মাসের পর মাস বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্যানিটাইজ করে খুলে দেওয়া যেত, কোভিড বিধি মেনেই শুরু হতে পারত পড়াশুনা, তখনও দিনের পর দিন স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। অনলাইনে পড়াশুনা কদ্দুর কী হয়, তারও আগের কথা হল, অনলাইনের সুবিধা পেতে গেলে সবার আগে দরকার সর্বক্ষণের একটি স্মার্টফোন এবং অবিচ্ছিন্ন নেট সংযোগ। সরকারি স্কুলে যেসব সাধারণ নিম্নবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে শিক্ষার্থীরা আসে, তেমন বহু পরিবারেই স্মার্টফোন নেই অথবা একটিমাত্র স্মার্টফোন, সেটাও স্বভাবতই বাড়ির বড়দের ব্যবহারের জন্য। মনে রাখা দরকার এই দু বছরেই নতুন করে ভয়াবহ ধস নেমেছে দেশের অর্থনীতিতে, দেশ জুড়ে কয়েক কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। স্কুলবাড়ির জল-হাওয়ায় বিকশিত হওয়ার আগেই পেটের টানে কর্মজগতে পাড়ি দিয়ে স্কুলের খাতা থেকে চিরতরে সরে গেছে কত নাম। মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে ক্লাস এইটের স্কুলছুট ছাত্রীর খোঁজ নিতে গিয়ে দিদিমণিরা দেখেছেন, সে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। মদ্যপ বাবার অত্যাচার আর শ্বশুরবাড়ির অবহেলা থেকে তাকে কোনও মতে বাঁচিয়ে আগলে রেখেছেন মা। মালদার ক্লাস নাইনের মেধাবী ছাত্র অমিত মণ্ডল রাজস্থানে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এই অবস্থায় কতজন অভিভাবক ছেলেমেয়ের পড়াশুনার জন্য সর্বক্ষণের ফোন এবং নেটের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছেন? পারলেও, তার কতটুকু সুফল পৌঁছেছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে? সরকারি হেল্পলাইনে ফোন করে লাইন পাওয়াই দুষ্কর, পেলেও সরাসরি শিক্ষকের সাথে কথা বলার সুযোগ মিলেছে খুব অল্প ক্ষেত্রে। পোর্টালে মাসে মাসে মডেল অ্যাকটিভিটি টাস্ক এসেছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কী ভাবে সেই টাস্ক হাতে পাবে, কী ভাবেই বা সেগুলোর মূল্যায়ন হবে, তার কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা পাওয়া যায়নি। যেসব স্কুলে অনলাইনে পড়ানো হয়েছে, শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বলছে সেখানে উপস্থিতির হার খুবই কম, খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়গুলো পড়ুয়াদের ভাল ভাবে বোঝানোও সম্ভব হয়নি। আর বহু স্কুলে দিনের পর দিন কোনও ক্লাসই হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ক্লাসরুম পঠন-পাঠন দ্রুত ফিরিয়ে আনার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে টাস্ক দিয়ে যাওয়ার অর্থ দাঁড়ায় ছাত্রছাত্রীদের পুরোপুরি প্রাইভেট টিউশন নির্ভরতার দিকে ঠেলে দেওয়া এবং সেটাই সরকারি কর্তাব্যক্তিরা করেছেন।

অন্য দিকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সরকারি মদতে রমরম করে বেড়েছে লার্নিং অ্যাপের ব্যবসা। তথ্য বলছে, গত দু বছরে বাইজুর মূল্যমান বেড়েছে প্রায় তেরো হাজার কোটি টাকা। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক টিউটোপিয়া পৌঁছেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটিতে। অন্যান্য অ্যাপের ক্ষেত্রেও যে বিষয়টা কমবেশি একই হবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ হিসেব সোজা— অনলাইন ব্যবস্থায় শিক্ষার সুযোগ যদি কিছু পৌঁছে থাকে, তা পৌঁছেছে শুধুমাত্র সমাজের উচ্চবিত্ত অংশের কাছে। আবার সন্তানের একটু ভাল পড়াশুনার আশায় কার্যত দিশেহারা বহু অভিভাবক সাধ্যের বাইরে গিয়েও এসব অ্যাপের ফাঁদে পা দিয়েছেন, এমনকি আর্থিক প্রতারণার অভিযোগও উঠেছে বেশ কিছু অ্যাপের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ তো গেল আর্থিক সক্ষমতার প্রশ্ন। আসল প্রশ্ন হল, শিক্ষার ক্ষেত্রে আর পাঁচটা বাজারের পণ্যের মতো 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' বা 'একটা কিনলে একটা ফ্রি'র মতো জিনিস চলতে পারে কি? শিক্ষায় সরকারি উদ্যোগ কমিয়ে নেওয়া, সরকারি শিক্ষা-পরিকাঠামোকে দুর্বল করে দেওয়া এবং বেসরকারি উদ্যোগ ডেকে আনার মানেই হচ্ছে সমাজের বিরাট অংশের মানুষকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা।

একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকার নানা কমিশন, নীতি, গালভরা বুলির আড়ালে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক শিক্ষার ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে যার একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। প্রচুর ভাল ভাল শব্দবন্ধের আড়ালে, স্বায়ত্তশাসন সুশাসন সক্ষমতার নামে, প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার নামে, শিক্ষার সর্বজনীনতার নামে, দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখানোর নামে আসলে কী কী চাওয়া হয়েছে বা হবে, গত আট বছরের বিজেপি শাসনে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

প্রযুক্তির ব্যবহার কথাটা শুনতে বেশ ভালো, পড়াশুনায় ইন্টারনেট সহ নানা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে কারও আপত্তি থাকারও কথা নয়। কিন্তু কেন্দ্রের শাসক দল যেটা চাইছেন সেটা নিছক প্রযুক্তিকে উৎসাহদান নয়। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণায় বরাদ্দ কমিয়ে, গবেষণার সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত করে, বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে ওঠার যাবতীয় পথকে রুদ্ধ করে যখন প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়, তার মানে দাঁড়ায় বিজ্ঞানের প্রকৃত অগ্রগতি তারা চাইছেন না, চাইছেন অন্ধবিশ্বাস আর প্রযুক্তির কলাকৌশলের মিশেল, যা দেশে ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। আর শিক্ষাব্যবস্থাকে আগাগোড়া প্রযুক্তিনির্ভর করতে চাওয়ার মানে শিক্ষার পরিসর থেকে এই গরিব দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক জনগণকে বের করে দেওয়া, যেটা সর্বজনীন শিক্ষার ঠিক বিপরীত জিনিস। আপত্তি এখানেই। গণআন্দোলনের চাপে এ রাজ্যে আংশিক ভাবে স্কুল খোলার ঘোষণা হল, তার ঠিক পর পরই কেন্দ্রীয় বাজেটে দেখা গেল সেই ডিজিটাল শিক্ষার কচকচানি। করোনায় স্কুলশিক্ষার যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণের জন্য অর্থমন্ত্রী শিক্ষায় বাজেট বাড়ানোর কথা, আরও বেশি করে সরকারি স্কুল স্থাপনের কথা, গরিব মানুষকে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার কথা বললেন না, বললেন ২০০টি টিভি চ্যানেলের কথা, বললেন 'ওয়ান ক্লাস ওয়ান চ্যানেল', ই-বিদ্যা, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা। অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে অনলাইন নির্ভর করে ফেলা এবং স্কুলের মাঠ, কলেজ ক্যাম্পাস সহ লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতকে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটার সোনার খনি করে তোলাই এদের পাখির চোখ।

দেশের সংবিধানে শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়। অথচ দেখা যাচ্ছে শিক্ষার আগাগোড়া পণ্যায়ন এবং বেসরকারিকরণের স্কিম চালু করার প্রশ্নে রাজ্যের কোনও বিরোধিতা নেই, বরং এ বিষয়ে তারা কেন্দ্রের সহায়ক হয়েই সমান তৎপরতা দেখাচ্ছেন। প্রমাণ হচ্ছে, নির্বাচনসর্বস্ব এই দলগুলো মুখে যতই জনদরদের প্রতিযোগিতা করুক, যে কোনও উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কে কত ভাল করে পুঁজির দাসত্ব করতে পারে, সেটাই এদের প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য। আর ঠিক সেই কারণেই দরকার দেশের মানুষকে অশিক্ষিত করে রাখা এবং শিক্ষার খোলনলচেও এমনভাবে পাল্টে ফেলা যা মানুষ তৈরির পরিবর্তে কিছু ডিগ্রিধারী রোবট তৈরি করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষকালে এই অলঙঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না।" খেয়াল করলে দেখা যাবে এই শিক্ষকই সবচেয়ে গুরুত্বহীন অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায়। ক্লাসরুমে শিক্ষক-ছাত্রের আদান প্রদানের যে পরিসর, সেখানে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি যেমন ভালোবাসা তৈরি হয়, গভীরে জানার-বোঝার ইচ্ছে তৈরি হয়, তেমনই পাঠ্যের সীমানা ছাড়িয়েও বহু কিছু উঠে আসে। প্রকৃত শিক্ষক ক্লাসরুমে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকেই গড়ে দিতে পারেন যুক্তিবাদী মন, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ। অনলাইন শিক্ষায় নেই একসাথে ক্লাস করা, টিফিন ভাগ করে খাওয়া, খেলা-গল্প-গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া—যৌথ জীবনের যে বুনিয়াদী শিক্ষাগুলো আমরা স্কুলেই পাই। কাজেই, অনলাইন শিক্ষার ব্লু প্রিন্ট শুধু সাধারণ মানুষকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সমাজের অন্যায় বৈষম্যকেই আরও প্রকট করবে না, শিক্ষার মূল কথা যে মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশ— তার পথটাও বন্ধকরে দেবে। এই সর্বনাশ রুখতে চাইলে একমাত্র উপায়—সঠিক নেতৃত্বে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন।

‘বুদ্ধিজীবীদের দায়’ শীর্ষক আলোচনা

ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অধ্যায় লেখা আছে সোনার অক্ষরে। আর সেই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের কথা। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই মঞ্চ যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মঞ্চ পূর্ণ করল তার ১৫তম বার্ষিকী। ওইদিন কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে ‘বর্তমান সময় ও বুদ্ধিজীবীদের দায়’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের সভাপতি ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত। ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুজাত ভদ্র, বাচিকশিল্পী রূপশ্রী কাহালি, সঙ্গীতশিল্পী গার্গী দাস বক্সী। বক্তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী, শিল্পীদের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। সদ্যসমাপ্ত পৌর নির্বাচনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ছত্তিশগড়ের দুরগে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের শহিদ দিবস পালিত।

কোলাঘাটে আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ

‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্প বাতিল, বিহার ও মিজোরামের মতো এ রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ, কোলাঘাট এবং পাঁশকুড়া ব্লকে চোলাই মদ তৈরির ভাটি বন্ধ করা সহ ৮ দফা দাবিতে ৪ মার্চ মদ ও মাদকদ্রব্য বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে কোলাঘাটে আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ওসি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, প্রবীর সামন্ত, গণেশ পাল, শ্রাবন্তী মণ্ডল, সুবল সামন্ত, গণেশ সিংহ প্রমুখ। ওসি রাজ্য ও জেলাগত দাবিগুলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ভিওয়ানিতে ভবন নির্মাণ কর্মীরা আন্দোলনে

শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহ নানা দাবিতে হরিয়ানার ভিওয়ানিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ভবন নির্মাণ মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ

এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি নির্যাতন

তীব্র নিন্দা এআইডিওয়াইও-র

৩ মার্চ কলেজ স্ট্রিটে এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলে পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা করেছে যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল বলেন, এসএসসি ও এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা এক বছর ধরে রাস্তায় বসে আছে। বেকারত্বের জ্বালায় যুবসমাজ ছটফট করছে। এর প্রতিকারের দাবি করলে জুটছে লাঠি, মিথ্যা মামলা, কারাদণ্ড। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। প্রতিবাদী ছাত্র আনিস খান খুন হয়ে গেল। খুনিরা এখনও অধরা। তিনি দাবি করেন, অবিলম্বে আনিস খানের প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলবন্দি আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে, সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকারকে খর্ব করা চলবে না, এসএসসি দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে মোটরভ্যান চালকদের সম্মেলন

মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ ও পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতির দাবিতে ৬ মার্চ সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নন্দকুমার ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে মোটরভ্যান চালকদের নানা সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠক সঞ্জয় জানা, জেলা সভাপতি অমিত মান্না, শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ মাজী ও জেলা সম্পাদক মধুসূদন বেরা, সেখ নুরুল, সেখ জব্বার প্রমুখ। রাজ্য কমিটির আহ্বানে ২৪ মার্চ শ্রমমন্ত্রী এবং পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে যোগদান ও ২৮-২৯ মার্চ দেশ জুড়ে ডাকা ধর্মঘট সমর্থন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলন থেকে শেখ আব্দুল জব্বারকে সভাপতি, শেখ মুজিবর ও কৃষ্ণপদ মণ্ডলকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৯ জনের নন্দকুমার ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

ছাত্রী আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

বর্ধমান পৌরসভা এলাকার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রী তুহিনা খাতুনের মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনায় বর্ধমানবাসী স্তম্ভিত। নির্বাচনকে হাতিয়ার করে শাসক দলের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই ছাত্রীর মৃত্যু হল। অভিযোগ, পৌরসভা ভোটের সময় থেকে মেয়েটির ঘরে নোংরা ছবি এঁকে দিয়ে তার উপর দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার চালিয়েছিল শাসক দলের কাউন্সিলর। তুহিনার আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার সাথে যুক্ত কাউন্সিলর সহ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে ৬ মার্চ এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএসের পূর্ব বর্ধমান জেলার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয় বর্ধমান স্টেশন চত্বরে।

বিজয়ওয়াড়ায় নতুন অন্ধ্রপ্রদেশ পার্টি অফিস উদ্বোধন হল

বিজয়ওয়াড়ায় ৬ মার্চ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য দপ্তর উদ্বোধন করলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ, সদস্য কমরেডস এস গোবিন্দরাজালু, কে সুধীর, জি ললিতা, ডি রাঘবেন্দ্র, এম বাসবরাজু। তেলেঙ্গানা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড সি এইচ প্রমীলা ওই রাজ্যের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলায় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে শ্রেণি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান কমরেড শ্রীধর। নতুন অফিস তৈরিতে কর্মী-সমর্থকদের অক্লান্ত যৌথ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেড বি এস অমরনাথ। পাঠ করা হয় তেলেঙ্গানা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড সি এইচ মুরাহরির পাঠানো বার্তা।

কলকাতা বইমেলায়

গণদাবী

সেন্ট্রাল পার্ক, স্টল নং ১৪০

২২ মার্চের সমর্থনে হরিশচন্দ্রপুরে প্রচার

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি, শিক্ষায় পিপিপি মডেল চালু, দুয়ারে মদ প্রকল্প চালু, সরকারি হাসপাতালগুলিতে ২৮৩ রকমের ওষুধ ছাঁটাই, জাতীয় শিক্ষানীতি চালু সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২২ মার্চ শিলিগুড়ি এবং কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হবে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে। এর সমর্থনে মালদার হরিশচন্দ্রপুর থানা মোড় সহ গোটা এলাকা এবং হাটে প্রচার অভিযান চলে ও পথসভা হয়।

তিন মাসের বকেয়া বেতন, ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস, দু সেট ইউনিফর্ম, পে স্লিপ সহ অন্যান্য দাবিতে কনট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের নেতৃত্বে এসবিআই ভেন্ডার অফিসে ২৪ ফেব্রুয়ারি ডেপুটেশন দেন ব্যাঙ্ককর্মীরা

প্রকাশিত

মূল্য ঃ তিনশো টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩

যোগাযোগ ঃ ৮৯০২৩৮৭৬৯২

ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল

২৮-২৯ মার্চ ধর্মঘটের অন্যতম আহ্বায়ক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এআইইউটিইউসি মালদা জেলা কমিটির ডাকে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি মিছিল মালদা টাউন হল থেকে রথবাড়ি পর্যন্ত পরিক্রমা করে। মিছিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, জেলা ইনচার্জ কমরেড অংশুধর মণ্ডল ও মোটরভ্যান ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কমরেড কার্তিক বর্মন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতিবাদ দেশ জুড়ে

হাওড়া

মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

দুরগ, ছত্তিশগড়

আগরতলা, ত্রিপুরা

এখনও ‘পূর্ণ মানুষের’ অধিকার দাবি করতে হচ্ছে মহিলাদের

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস

ভারতে আজ একুশ শতকে সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগতির উচ্চশিখরে বসেও ‘পরিপূর্ণ মানুষ’ গণ্য করার দাবি জানাতে হচ্ছে মহিলাদের। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই ভাবনাটা খুবই প্রাসঙ্গিক।

কেন্দ্রে সরকারে আসীন বিজেপির মতাদর্শগত গুরু আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বাণী—বিবাহ নামক চুক্তিতে নারীর দায়িত্ব পুরুষের ঘর সামলানো। বিনিময়ে পুরুষ নিরাপত্তা সহ নারীর অন্য প্রয়োজন মেটাবে। স্ত্রী যদি এতে রাজি না থাকে, স্বামীর অধিকার রয়েছে তাকে ত্যাগ করার। ফলে এই ভারতে মহিলাদের পূর্ণ মানুষের দাবি জানাতে হবে এটাই তো স্বাভাবিক।

মনে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যিনি আবার আরএসএসের গর্বিত কর্মী, ক্ষমতায় বসে বলেছিলেন, ‘গৃহিণী হিসাবে মহিলাদের দেখার দিন শেষ, এবার থেকে মহিলারা হবেন জাতি গঠনের কারিগর।’ বলেছিলেন, ‘মাতৃশক্তি আমাদের আসল শক্তি’। প্রধানমন্ত্রীর অতি ভক্তি বিশেষ কিছুর লক্ষণ কি না সে আলোচনা তোলা থাক। কিন্তু তাঁর দলটি যে নারীদের ভোগ্যপণ্যের বাইরে ভাবতেই পারে না, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

জার্মানিতে নাৎসি শাসনে হিটলার মহিলাদের রান্নাঘরে ফেরত পাঠাতে এবং কেবলমাত্র পুত্রসন্তানের জননী পরিচয়ে পরিচিত করার ডাক দিয়েছিল, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে বিজেপি পরিচালিত আজকের ‘আধুনিক’ ভারতে। হিটলারের সুরে সুর মিলিয়ে মোহন ভাগবতই ২০১৩ সালে স্পষ্ট ভাষায় নারীধর্ষণের দায় চাপিয়েছিলেন ঘরের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখা আধুনিক নারীদেরই ওপরে। বলেছিলেন, ধর্ষণ হয় ‘শহুরে ভারতে, গ্রামীণ ভারতে নয়।’ দেখা যাচ্ছে, মহাকাশে রকেট পাঠানোর গর্ব করেন যে সরকারের কর্তারা, তারাই পুরুষতন্ত্রের জোয়ালে নারীদের রুদ্ধ করে রাখা ‘পবিত্র কর্তব্য’ বলে মনে করেন। এমনকি পোশাকে নয়, মননে-সংস্কৃতিতে যারা সত্যই আধুনিক চিন্তা ধারণ করেন, তাদের বিরুদ্ধেও এরা দমন নামিয়ে আনে।

বিজেপির মতো শাসক দল সহ ক্ষমতামত্ত দলগুলি মহিলাদের কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে? দেখে পুরুষের অনুগামী হিসেবে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে নয়। এ ব্যাপারে তাদের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি এক। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মোড়কে নারীকে পরিণত করেছে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে। পুরুষের অধীনেই তার ‘স্বাধীনতা’-র স্বীকৃতি, এ ছাড়া নেই। সমাজ মননে এ চিন্তা নানা কৌশলে এমন ভাবে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এক অংশের মহিলারাও একেই ‘স্বাধীনতা’ বলে মনে করেন। পুরুষের ছত্রছায়ায় থেকে ‘তোমার অধীনেই আমার স্বাধীনতা’ এমন ধারণা পোষণ করেন। আবার মর্যাদাময় স্বাধীন জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্যময় রূপের সন্ধান না পেয়ে অনেক নারী সাজপোশাকের চটকদারিতেই ‘স্বাধীনতার’ স্বাদ খুঁজছেন। সমাজের ভিতরের এই পরিস্থিতিতে খেয়ালখুশি মতো বেপরোয়া জীবনযাপনকে স্বাধীনতা বলে মনে করছেন তাঁরা। স্বাধীনতার বিকৃত ধারণা থেকে যথেচ্ছাচার ও মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন জীবনের মধ্যে তফাৎ করতে পারছেন না। অথচ নারীর অগ্রগতি পুরুষের স্বার্থেই জরুরি। নারীকে অবদমিত করার কৌশল হিসাবে সমাজে স্তূপীকৃত নানা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার জঞ্জাল আজ ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে সুকৌশলে ধর্মীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার অশুভ প্রয়াস। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে পছন্দের পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করার স্বাধীনতা দমন করা হয় ‘লাভ জেহাদ’-এর অজুহাত দিয়ে। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নরনারীর বিবাহ ‘অনার কিলিং’-এ ক্ষতবিক্ষত। এ তো জীবন্ত জেলখানা। নারীরা মুক্তির জন্য সেই দেওয়ালে মাথা ঠুকে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অথচ সামন্তী সমাজ ভেঙে বুর্জোয়া সমাজ গড়ার লগ্নে সংগ্রামী জনতার অন্যতম দাবি ছিল নারী-পুরুষের সমানাধিকার। আজ বুর্জোয়া সমাজ যখন অন্তিম লগ্নে এসে পৌঁছেছে, তখনও শুধুমাত্র পূর্ণ মানুষের মর্যাদা পেতে লড়তে হচ্ছে নারীকে। এর থেকে দুঃখের বিষয় আর আছে কী! সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্লোগান তুলে একদিন সামন্তী সমাজের শেকল ভেঙেছিল যে বুর্জোয়া বিপ্লব, প্রচলন করেছিল সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে কায়েম হওয়া পুঁজিবাদ নিজেও একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা হওয়ায় ভারত সহ বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন আজ মালিকী শোষণে বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক সঙ্কটের ধাক্কা, বেকারত্বের জ্বালা, মূল্যবৃদ্ধির ছ্যাঁকা পুরুষদের মতোই আজ নারীজীবনকেও তছনছ করে দিচ্ছে। সমকাজে সমমজুরির অধিকার দূরে থাক, নারীকে শুধু ভোগের বস্তু হিসাবে দেখানোর ষড়যন্ত্র চলছে সমাজ জুড়ে। পুঁজিবাদী শোষণ, দমন-পীড়নকে অবাধে চালাতে শাসকরা মদ ও নোংরা যৌনতার ঢালাও প্রসারে মদত দিচ্ছে। ঘরে-বাইরে নারীর নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। শুধু তাই নয়, মুনাফালোভী পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের মিলিত পেষণে আজ মাতৃগর্ভে ভ্রূণের আকারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে শত শত শিশুকন্যার অমূল্য প্রাণ। এর বিরুদ্ধে এখনও লড়তে হবে হাজারো লড়াই। নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ শত্রু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মিলিত অংশগ্রহণ জরুরি। এই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার মধ্য দিয়েই সমাজে নারী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কাজের সময় কমানো, বেতনবৃদ্ধি, ভোটাধিকারের দাবিতে ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৫ হাজার মহিলা-শ্রমিক নিউইয়র্কের রাস্তায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সেই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল সোস্যালিস্ট পার্টি অফ আমেরিকা। পরের বছর আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক মহিলা সম্মেলনে, বছরের একটি দিন নারী দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর ৮ মার্চ দিনটি নারীদিবস হিসাবে পালন করে আসছেন গোটা বিশ্বের নিপীড়িত নারীরা।

পার হয়ে গেছে একশো বছরেরও বেশি সময়। আজও ২০২২-এর ৮ মার্চে বেঁচে থাকার অধিকার, ‘মানুষ’-এর স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি নিয়ে পথে নামতে হচ্ছে মহিলাদের—এটাই আফশোষের কথা। পুরুষতান্ত্রিক দমন-পীড়ন শুধু নয়, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের জোয়ালে মহিলাদের অধিকার প্রতি মুহূর্তে খর্ব হচ্ছে। এই দ্বৈত শোষণের বিরুদ্ধে মর্যাদার লড়াই, অধিকারের লড়াই ব্যতিরেকে ৮ মার্চ নারী দিবস উদযাপন শুধু একটা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কী!

খাদ্যশস্যের রেকর্ড উৎপাদন তবু দাম কমে না

এ বছরে (২০২১-২০২২) দেশে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। গত বছর (২০২০-২০২১) খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৩১০.৭৪ মিলিয়ন টন। এবার ১.৭১ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। গমের উৎপাদন গত বছর ছিল ১০৯.৫৯ মিলিয়ন টন। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১১১.৩২ মিলিয়ন টন। ধানের মোট উৎপাদন গত বছর ছিল ১২৪.৩৭ মিলিয়ন টন। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১২৭.৯৩ মিলিয়ন টন। তৈলবীজের উৎপাদন গত বছরের ৩৫৯.৪৬ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭১.৪৭ মিলিয়ন টন। ডালের উৎপাদন গত বছর ছিল ২৫.৪৬ মিলিয়ন টন। এবার উৎপাদন হয়েছে ২৬.৯৬ মিলিয়ন টন।

এত বিপুল উৎপাদনের ফলে, তবে কি খাদ্যপণ্যের দাম কমবে? মানুষের অভিজ্ঞতা, রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদনেও দাম কমে না। গত বছর তো তেলের অভাব ছিল না। খাদ্যমন্ত্রকের ওয়েবসাইট, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ দেখাচ্ছে সরষের তেল, বাদাম তেল, বনস্পতি, সয়াবিন, সূর্যমুখী, পাম তেল ইত্যাদি ছয় রকম তেলের এবছর ১০.৩৪ শতাংশ থেকে ৩০.৪৯ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।

রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে কি খাদ্য সঙ্কট মিটবে? সব মানুষ খাদ্য পাবে? অভিজ্ঞতা বলছে, বিপুল খাদ্য উৎপাদন হলেও এ দেশে অনাহারে মানুষ মরে। গুদামে খাদ্য পচে নষ্ট হলেও সরকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করে না। এর পিছনে রয়েছে বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদ। সরকার কম দামে খাদ্য দিলে বা রেশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় দিলে খাদ্য নিয়ে যেমন খুশি মুনাফা করার সুযোগ থাকে না। তাই রেশন ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে সরকার পঙ্গু করেছে। করোনা অতিমারির চাপে সরকার রেশনে চাল সাময়িকভাবে দিতে বাধ্য হলেও যে কোনও দিন বন্ধ করে দিতে পারে। বন্ধ করার ঘোষণা আগেও সে করেছিল। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, উৎপাদিত পণ্যকে জনগণের কাছে সুলভে পৌঁছতে হবে।

গ্যাসে প্রতারণা

একের পাতার পর

বহু গ্রাহক সেটাও পাচ্ছেন না। কারও অ্যাকাউন্টে কোনও মাসে ঢুকছে তো কারও ঢুকছে না। এমনকি ‘উজ্জ্বলা’ যোজনার নামে মহিলাদের বিনামূল্যে গ্যাস দেওয়ার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই যোজনা এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

বাস্তবে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি দেওয়ার বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতিটি ছিল পুরোটাই প্রতারণা। ওএনজিসি-র মতো সরকারি সংস্থা ছাড়াও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কিংবা ভারত পেট্রোলিয়ামের মতো বেসরকারি কোম্পানিরও দাম নির্ধারণে সরকারি অনুমোদন লাগে। অর্থাৎ গ্যাসের চড়া হারে দাম বৃদ্ধি মোদি সরকারের প্রত্যক্ষ অনুমোদনে হয়ে চলেছে। বিজেপি সরকার এ ভাবেই গ্যাস কোম্পানিগুলিকে মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিচ্ছে। এমনকি বিশ্ববাজারে অশোধিত তেল ও গ্যাসের দাম যখন একেবারে তলানিতে, তখনও বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এখানে দাম বাড়াচ্ছিল, সরকারও দামবৃদ্ধিতে সিলমোহর দিয়েছে। লকডাউনে সাধারণ মানুষের যখন খাবার জোগাড়ে প্রাণান্ত হচ্ছে, তখন গ্যাস কোম্পানিগুলির মুনাফা চড়চড়িয়ে বেড়েছে। চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি-র নিট মুনাফা গত বছরের তুলনায় সাত গুণ বেড়েছে। এই সময়ে ৮৭৬৪ কোটি টাকা নিট মুনাফা করেছে তারা। হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ২০২২-এর প্রথম ত্রৈমাসিকেই শুধু ২,০০৩.৯০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। অর্থাৎ এ কথা স্পষ্ট, গ্যাসের দামবৃদ্ধির সাথে কোম্পানিগুলির লোকসানের কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের মুনাফাকে আকাশছোঁয়া করতেই এই দামবৃদ্ধি।

আর ওদের এই সর্বোচ্চ মুনাফা-ক্ষুধারই বলি সাধারণ মানুষ। সরকার আসে, সরকার যায়। এই শোষণ, প্রতারণা, বঞ্চনা চলতেই থাকে। তবে কি এর ব্যতিক্রম হওয়ার জো নেই? অবশ্যই আছে। সরকার এবং তেল কোম্পানিগুলি মনে করে জনগণের উপর মূল্যবৃদ্ধির যত বোঝাই চাপানো হোক না কেন, তারা মুখ বুজেই তা সয়ে যাবে। কিন্তু তাদের এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তা আজ মানুষকে প্রমাণ করে দিতে হবে। আর তা প্রমাণ করতেই সাধারণ মানুষ সরকারের এই প্রতারণার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছেন, প্রতিবাদ হচ্ছে। এসইউসিআই(সি)-র ২২ মার্চের মিছিল এবং ২৮-২৯ মার্চের ধর্মঘট সেই আহ্বানই রেখেছে জনজীবনে।

বন্ধ চটকল খোলার দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

বেঙ্গল জুটমিলস ওয়াকার্স ইউনিয়নের ডাকে ১৮ ফেব্রুয়ারি চটকল মালিকদের দপ্তর আইজেএমএ (ইন্ডিয়ান জুটমিলস অ্যাসোসিয়েশন)-এর দপ্তরের সামনে তিন শতাধিক চটকল শ্রমিকদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। রাজ্যের বন্ধ চটকলগুলির শ্রমিকরা বিক্ষোভে অংশ নেন। রাজ্যে মোট ৪৯টির মধ্যে ১৫টি চটকল বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। অন্যান্য অনেক জুটমিলেই কাজের দিন এবং কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দিয়ে বহু শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। মালিকরা এর জন্য মূলত কাঁচা পাটের অভাবকেই দায়ী করেছেন। যদিও বেশ কিছু মিলে কর্মী ছাঁটাই, স্থায়ী শ্রমিক সরিয়ে কন্ট্রাক্ট শ্রমিক নিয়োগ, আউটসোর্সিং করা ইত্যাদি শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মিলস্তরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এগুলি হাসিল করতে চাইছে। রাজ্যের প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিক পরিবার এর ফলে ভয়ঙ্কর দুর্দশা এবং প্রবল আর্থিক সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছে। হুগলির গোন্দলপাড়া এবং ইন্ডিয়া জুট মিল দীর্ঘ আড়াই বছর যাবত বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি খুলেছিল। সেগুলি আবার বন্ধ করে দিয়েছে মালিকরা। গোন্দলপাড়া জুটমিলের প্রায় ৬০০ শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারের সদস্য কার্যত অনাহারে এবং রোগভোগের পর করোনাজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মারা গেছেন।

সম্প্রতি এই দুই জুট মিলে বিদ্যুৎ সংযোগও কেটে দিয়ে শ্রমিক পরিবারগুলিকে জল ও লাইট থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুট মিল, রিষড়ার ওয়েলিংটন জুটমিল, শ্যামনগরের ওয়েভারলি জুট মিল, হাওড়ার প্রেমচাঁদ জুটমিলও দীর্ঘদিন বন্ধরয়েছে। শ্রমিকদের দুর্দশা বাড়ছে। ২০২১ সালে কাঁচা পাটের ভাল উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও খোলা বাজারে এবং পাট বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে কাঁচাপাটের একটা কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। পাটের যথেচ্ছ মজুতদারি এবং কালোবাজারি হচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক কৃষকদের জন্য কাঁচাপাটের সহায় মূল্য (এমএসপি) ঘোষণা করেছে। প্রতি টন পাটের মূল্য বা এমএসপি ধরা হয়েছে ৬৫ হাজার টাকা। কিন্তু জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাট উৎপাদক চাষিদের এমএসপি দেওয়া, কাঁচা পাটের উৎপাদনে যত্ন নেওয়ার জন্যই। আগে জুট কমিশনারের অফিস থেকে কাঁচা পাট ন্যায্য মূল্যে কেনা হত এবং মিলগুলিকে বস্তা এবং চট উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করা হত। কেন না পাট হল কৃষিভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। এ হল প্রকৃতি বান্ধব এবং স্বাস্থ্যকর তন্তু। এর কোনও বিকল্প নেই। এর জন্য পাটের বস্তার অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহারের আইন জেপিএম অ্যাক্ট ১৯৮৭, শ্রমিক আন্দোলনের ফলেই চালু হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বাস্থ্যকর সিন্থেটিক বস্তাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। বর্তমান শুধু খাদ্যশস্য এবং চিনি (আংশিক) প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য সরকারগুলি চটের বস্তা ব্যবহার করে। বর্তমানে ক্রমশ সিন্থেটিক কর্পোরেট লবির মুনাফার স্বার্থেই কেন্দ্রীয় সরকার পাটের বস্তার বাধ্যতামূলক ব্যবহারের আইনকে শিথিল করে দিচ্ছে। বর্তমানে বস্ত্র মন্ত্রকের জেসিআই কাঁচা পাটের এমএসপি জারি করেছে বটে কিন্তু জেসিআই এক ছটাকও পাট কেনে না। পাট হল পুঁজিবাদী খোলা বাজারের পণ্য। ফলে এখানে অবাধে চলছে মজুতদারি এবং কালোবাজারি। পাটের বাজারের উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে চটকল একচেটিয়া মালিকদের মদতপুষ্ট জুট বেলার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ফড়েরাই কাঁচাপাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সরকার ঘোষিত এমএসপি-র কোনও মূল্য নেই। বেঙ্গল জুটমিলস ওয়াকার্স ইউনিয়ন থেকে দাবি তোলা হয়েছে পাটের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। সরকার চাষিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে পাট কিনবে এবং মিলগুলিকে সরবরাহ করবে। পাটের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অবিলম্বে চালু করা দরকার। কারণ এখনও সরকার চটকলগুলিতে উৎপাদিত ৭৫ শতাংশ চটের বস্তা খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করার জন্য কিনে নেয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বেঙ্গল জুট মিলস ওয়াকার্স ইউনিয়নের সভাপতি এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, কমরেড শান্তি ঘোষ, কমরেড মিলন রক্ষিত, কমরেড সায়েদা খাতুন, কমরেড গৌরীশঙ্কর, কমরেড রামজী সিং, কমরেড চন্দ্রশেখর প্রমুখ। কমরেড অমল সেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল এবং শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে মিলগুলি খোলার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। ২২ ফেব্রুয়ারি জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের কাছে চটশিল্পের অন্যান্য ২০টি সংগঠনের সাথে যুক্তভাবে বেঙ্গল জুট মিলস ওয়াকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন প্রতিনিধিত্ব করেন।

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*

৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৪। *প্রকাশকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৫। *সম্পাদকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতিঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩*

৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ*
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩
আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী
১.৩.২০২২ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

মুর্শিদাবাদে শিশু-কিশোর শিবির

২৩ ফেব্রুয়ারি রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ, নির্যাতিতা অসহায় নারীর সন্তানদের শিশু কিশোর শিবির অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর রোকেয়া ভবন এলাকায়। পিটি এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা প্রতিযোগিতার পর তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও আলোচনা প্রতিযোগিতা হয়। ভাল মানুষ খারাপ মানুষের পার্থক্য, বিদ্যাসাগর, নেতাজির জীবনী ইত্যাদি ছাড়াও বড় মানুষ কাদের বলে—এ সব প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা প্রতিযোগিতা হয়। তাৎক্ষণিক নাটক পরিবেশিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভানেত্রী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী বিশ্বাস, শিক্ষিকা অমিতা বিশ্বাস, প্রাক্তন শিক্ষক আলিনুজ্জামান ও সম্পাদিকা খাদিজা বানু।

এ ডাক যদি শুনতেন শীলা সরেন!

বছর তিরিশের শীলা সরেন। ছিলেন মেদিনীপুর শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের বস্তিবাসী। পৌর নির্বাচনের ঠিক দু'দিন আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন। অথচ রাজ্যের শাসক দলের ভোটের মিছিলে হেঁটেছিলেন তিনি। ভোটের দিনটা না দেখেই জ্বালা জুড়োলেন নিজের হাতে! কী সেই দুর্বিষহ জ্বালা, যা তাঁকে বাঁচতে দিল না? সমস্যাটা খুব চেনা—সীমাহীন দারিদ্র আর মদ্যপ স্বামী। অসংখ্য দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবার যাতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায় প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

চার সন্তানের মা শীলা। বড়টির বয়স দশ আর কনিষ্ঠটির বয়স মাত্র দেড় বছর। নিজে শহরের চারটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে বাচ্চাদের কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে ত্রিপলের ছাউনি ও অ্যাসবেস্টসের ঠেকনা ঘেরা কিছুটা জায়গা। এ বছরের বৃষ্টিতে গৃহস্থালির যাবতীয় ভেসে গেছে। বাচ্চাদের নিয়ে কোনওরকমে ঠায় দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়েছেন। হাঁড়ি চড়েনি চার পাঁচ দিন। এরকম অসহায় জীবন যাপন। স্বামীর রোজগার নেই। দু'বছরের করোনা, লকডাউন এসবের কারণে দিনমজুরি জোটাও কঠিন। কিন্তু দিনের শেষে খাওয়া জুটুক না জুটুক, মদ তার চাই।

শীলা ভোট দিতেন, শাসক দলের হয়ে মিছিলেও যেতেন। একটি মাত্র প্রতিশ্রুতি পেতে, সরকারি প্রকল্পে একটা ঘর পাবেন। মাথা গোঁজার একটা স্থায়ী আচ্ছাদন হবে। সেই আশায় এবারও মিছিলে হেঁটেছিলেন শীলা ও তার স্বামী। হাতে পঞ্চাশ, একশো টাকা পেয়েই স্বামী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ঢোকে। সেই নিয়ে অশান্তি চরমে পৌঁছায়। শীলা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলে স্বামী তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও পুড়ে যান। শীলা মারা যান একদিন পর। আর তাঁর স্বামী হাসপাতালে কয়েকদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চোখ বোজেন। চারটি শিশু কী করবে? কেউ জানে না। যথারীতি শীলাদের খোঁজ নিতে শাসকদলের নেতা দূরের কথা, ছোটখাটো স্থানীয় নেতারাও তাদের ত্রিসীমানার ছায়া মাড়াননি আজ পর্যন্ত। কেনই বা যাবেন? জীবনের সামান্য একটু সুরাহার আশায় ক্ষমতাসীন দলের নেতার পিছনে হাঁটা অসহায় শীলা কতই না আছে!

রাজ্য সরকার এখন ব্যস্ত শীলার মতো এমন পরিবারগুলোর 'দুয়ারে মদ' পৌঁছে দিতে। তাতে সরকারের আয় বাড়বে। সরকারি নেতা-মন্ত্রী কর্তাদের জন্য প্রাইভেট প্লেন ভাড়ার সংখ্যা কিংবা মেলার জৌলুস বাড়বে। মদ বেচে এত লাভ যে, এটাই এখন সরকারের প্রধান রাজস্ব আদায়ের উৎস। আর তার সাথে আছে লাইসেন্সে অথবা বিনা লাইসেন্সে চলা মদ কারখানা, মদের দোকান, ভাটিখানা কিংবা চোলাইয়ের ঠেক থেকে আদায় হওয়া কমিশন। শাসকদলের ছোট, মেজো, সেজো থেকে বড় সব কর্তা এবং পুলিশের নানা স্তরে তার ভাগও ঢোকে তাও অজানা কোনও তথ্য নয়।

প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। শীলা তো আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছেন। কিন্তু যারা রইল? শীলার মতো আরও অসংখ্য মা এবং তাঁদের কন্যা সন্তানরা— তারা যখন মদ্যপদের লালসার শিকার হয়ে সম্ভ্রম এমনকি জীবনও হারাবে? কী করবেন তাদের মায়েরা, পিতারা?

তাঁদের কাছে আজ ডাক এসেছে জোট বাঁধার। জোট বেঁধে প্রতিরোধ করার। ২২ মার্চ শীলাদের যন্ত্রণা, তাদের আর্তনাদ বুকে নিয়ে অসংখ্য মানুষ নামবেন রাজপথে। সোচ্চারে দাবি তুলবেন, এখনই রাজ্য সরকার মদ নিষিদ্ধ করো। শীলা সরেনের ধ্বংস হওয়া পরিবার আর অনাথ সন্তানদের পাশে দাঁড়িয়ে এ দাবি তোলা কর্তব্য আজ সকলের।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

‘অবিলম্বে দাম কমাও’
বিদ্যুৎ ভবনে বিক্ষোভ অ্যাবেকার

বিদ্যুতের মাশুল কমানো, লেট পেমেন্ট সারচার্জ (এলপিএসসি) ব্যাঙ্ক রেটে নেওয়া, প্রি-পেইড মিটার বাধ্যতামূলক না করা, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারে বিধি নিষেধ আরোপ না করা সহ ১৬ দফা দাবিতে ২ মার্চ অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয়। বহুবার এ কথা জানানো হয়েছে, ২০১৬-১৭ বর্ষে কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কম হওয়া, কয়লার উপর জিএসটি-তে ৭ শতাংশ কম হওয়া এবং সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিতে কারিগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতি ২ শতাংশ কম হওয়ায় দুই কোম্পানির সাশ্রয় হয়েছে মোট ৪ হাজার কোটি টাকা। ২০১৬ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন মাশুল অর্ডারে ইউনিট প্রতি ১ টাকা মাশুল কমাতে বলেছিল।

রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রী গত দুর্গাপুজার প্রাক্কালে ঘোষণা করেছিলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কয়লার ৬০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ৩০ শতাংশ রিবেটে পাওয়া ক্যাপটিভ কয়লাখনিগুলো থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ক্যাপটিভ কয়লাখনি থেকে কয়লা পাওয়া গেলে বিদ্যুতের দাম কমবে। গত ১ জানুয়ারি, ডব্লুবিপিডিসিএল-এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানিয়েছেন, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমিয়ে এবং নানাবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শুল্কে প্রতি ইউনিটে ৭০ পয়সা কমিয়ে উল্লেখযোগ্য মূল্যহ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, এবং প্রয়োজনীয় কয়লার ৬৮ শতাংশ নিজেদের কয়লা খনিগুলো থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। গত ২৫-৮-২১ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ এর রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ঘোষিত ট্যারিফ অর্ডারের থেকেও এটা প্রমাণিত। এই অর্ডারে পরিস্কার বলা হয়েছে ২০১৬-১৭ বর্ষের বিদ্যুৎ মাশুল হিসাবে যা নেওয়া হয়েছে সেই একই মাশুল থেকেই পিডিসিএল-এর পাওনা টাকা এবং কোম্পানির পরবর্তী বৎসরগুলির প্রয়োজনীয় রেভিনিউ আদায়ের মোট পরিমাণ উঠে যাচ্ছে। এর সাথে ঐ অর্ডারে ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের আগস্ট পর্যন্ত এমভিসিএ (মান্থলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) খাতে কোনও টাকা আদায় করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ২০১৬-১৭ বর্ষে অস্বাভাবিক হারে মাশুল বাড়ানো হয়েছিল, যা তখনকার সময়ে কোম্পানির প্রয়োজনেরও বেশি। আবার নেওয়া যাবে না বলা হলেও এমভিসিএ খাতে এপ্রিল ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা গ্রাহকদের পকেট কেটে কোম্পানি তুলে নিয়েছে। সুতরাং মাশুলের বাড়তি টাকা এবং এমভিসিএ খাতের অন্যায়ভাবে কেটে নেওয়া টাকা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া উচিত এবং বিদ্যুতের মাশুল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো এবং ন্যায্যত কমানো উচিত।

সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। ২ মার্চ

এলপিএসসি ব্যাঙ্ক রেটে করার বিষয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং কমিশনের চেয়ারম্যান যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নিলেও আজও তা কার্যকরী হয়নি। দেশের পাঁচটি কৃষি প্রধান রাজ্য কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিলেও এ রাজ্যে কৃষিতে বিদ্যুতের মাশুল দেশের মধ্যে সর্বাধিক। গত লকডাউনে ক্ষুদ্র শিল্প পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও তাদের উপর বিশাল অঙ্কের ফিক্সড চার্জ চাপানো হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে হাজার হাজার ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে চলেছে। নতুন বিদ্যুৎ আইনে প্রি-পেইড মিটার লাগানো এবং সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারে বিধি নিষেধ আরোপের রেগুলেশন জারি করা হয়েছে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতির সমালোচনা করেন এবং ন্যায্য দাবি আদায়ে তীব্র গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেন। সংগঠনের সহ সভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে সুভাষ ব্যানার্জী, শিবাজী দে, নীরেন কর্মকার বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অফিসে স্মারকলিপি জমা দেন। চেয়ারম্যান ২৩/২৪ মার্চ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। সহ সভাপতি অমল মাইতি ও সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে প্রদীপ দাস, রবীন দেবনাথ বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়ে আলোচনা করেন। ডিস্ট্রিবিউশন ডাইরেক্টর সহ পাঁচ জন আধিকারিকের সাথে দীর্ঘ সময় আলোচনাতে বন্ধ ও খারাপ মিটার দ্রুত পরিবর্তন, গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ বাধ্যতামূলক, এলপিএসসি মকুব করে কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের বকেয়া মেটানো, যে কোনও লোডেই নতুন কানেকশন দেওয়া, প্রি-পেইড মিটার না লাগানো— এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। বিদ্যুতের মাশুল কমানো ও এলপিএসসি ব্যাঙ্ক রেটে করার বিষয়ে তাদের বিরোধিতা নেই, নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবেন বলে জানিয়েছেন। বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ পরিচালনা করেন সভাপতি অনুকূল ভদ্র।

কেন্দ্রীয় অফিসে স্ট্যালিন স্মরণ

৫ মার্চ মহান স্ট্যালিনের ৭০তম স্মরণ দিবসে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

আশাকর্মীদের উত্তরকন্যা অভিযান

২২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে হাজার হাজার আশাকর্মীর ঢেউ আছড়ে পড়ল উত্তরকন্যা প্রশাসনিক দপ্তরে। ইন্সেন্টিভ ৮ ভাগে ভাগ করে পাঠানো চলবে না, আশাকর্মীদের স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, অতিরিক্ত কাজের বোঝা না চাপানো, করোনা আক্রান্ত ও মৃত আশাকর্মীদের ঘোষিত বিমা অবিলম্বে মেটানো সহ আরও ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে এই অভিযান হয়। উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলা থেকে ১০ হাজারেরও বেশি আশাকর্মী এই অভিযানে যোগদান করেন। জলপাই মোড়ে জমায়েত করে উত্তরকন্যা ও এসডির কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী স্টলে চোখে পড়ছে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী স্টলে প্রতিদিনই আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। চোখে পড়ছে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে মার্ক্সবাদ সম্পর্কিত বইপত্রের খোঁজ করতে দেখা যাচ্ছে। সাগ্রহে তাঁরা সংগ্রহ করছেন মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের নানা রচনা। লক্ষণীয় ভাবে বিক্রি হচ্ছে ‘মহান কার্ল মার্ক্স ও তাঁর মতবাদ’ বইটি। তরুণ-তরুণীরা অনেকেই সঠিক বামপন্থা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন উপস্থিত দলীয় কর্মীদের সঙ্গে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com